‘একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ’ ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন

মাওলানা মাসুম আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আকাশের বুকে অসংখ্যবার চন্দ্রগহণ ও সূর্যগ্রহণ লেগেছে এ কথা সর্বজনজ্ঞাত। আমরা খুব ছোটবেলাতেই বিজ্ঞানের পাঠ্যপূস্তকে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ কী এবং কিভাবে তা ঘটে সে সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারপাশে অনবরত ঘুরে চলেছে ঠিক তেমনি চাঁদও পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। পরস্পরের এই আবর্তন বা প্রদক্ষীণের সময় যখনই সবাই একই সরল রেখায় অবস্থান করে তখনই ঘটে থাকে এই গ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী থাকে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী অবস্থানে এবং সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী অবস্থানে। প্রশ্ন উঠতে পারে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিয়ে কেন এত আলোচনা এবং এর গুরুত্বই বা কি? হ্যাঁ সুধী পাঠক! সাধারণ অর্থে এর তেমন কোন গুরুত্ব নাইবা থাকতে পারে কিন্তু যখনই এটি কোন মহাপুরুষের আগমণের একটি নিদর্শন হিসেবে নির্ধারিত হবে তখনি এর গুরুত্ব বেড়ে যাবে শতগুণ। এটি কোন সাধারণ ব্যক্তির আগমনের নিদর্শন নয় এমন একজন মহাপুরুষের আগমনের নিদর্শন যার কথা স্বয়ং আমাদের প্রাণপ্রিয় রসূল নবীকূল শিরোমণি রসূলে আকরাম (সা.) বলে গেছেন এবং শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি বরং এই আদেশ প্রদান করেছেন যে, যখনই তোমরা আমার মাহ্দীর আগমনের সংবাদ পাবে তখনই তাঁর নিকট গিয়ে বয়াত করবে এবং আমার সালাম পৌঁছাবে কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা ‘আল-মাহ্দী’।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন সম্বন্ধীয় অনেক নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী কোরআন ও হাদীস শরীফে বিদ্যমান আছে। সেই নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম নিদর্শন হলো একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ। এটি এমন এক নিদর্শন যার উপর হস্তক্ষেপ করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। রসূলে করীম (সা.) তাঁর মাহদীর এই নিদর্শন সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ

অর্থঃ নিশ্চয় ‘আমার মাহ্দীর জন্য এমন দু’টি নিদর্শন আছে যা আকাশ-যমিন সৃষ্টি অবধি আর কখনও কারো জন্য প্রদর্শিত হয়নি। তা হল, একই রমযান মাসে প্রথম রাতে হবে চন্দ্রগ্রহণ এবং মধ্যম তারিখে হবে সূর্যগ্রহণ।’ *(সুনান দারকুতনী)*

শুধু হাদীস শরীফেই নয় বরং কোরআন শরীফ ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থেও এক বিশেষ প্রতিশ্রুত গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে: হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করলে দেখা যায় যে, কলি কালে একটি বিশেষ সময়ে “সূর্য্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি এক রাশিতে পক্ষ নক্ষত্রে একত্রিত হবে” (ভাবগত পূরাণ, ১৩ স্কন্দ)। মহাভারতে আছে, “সূর্যং রাহু রুপষ্যতি। যুগান্তে হুতভূক চাপি সর্বতঃ প্রজ্বলিষ্যতি” (বনপর্ব, ১৯০/৮২)। অর্থাৎ যুগান্তে বা শেষ যুগে যখন সমগ্র পৃথিবীতে আগুন জ্বলে উঠবে (আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে), তখন অতিথিতে এক বিশেষ রাহুগ্রাস বা গ্রহণ সংঘটিত হবে।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী: প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনকালে, “সূর্য অন্ধকার হবে ও চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না” *(মথি ২৪ঃ২৯)* “সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চন্দ্র রক্তবর্ণ ধারণ করবে।” *(প্রেরিত ২ঃ২০)*

শিখ ধর্মগ্রন্থে: শিখদের গ্রন্থেও আছে যে, যখন মাহদী মীর আবির্ভূত হবেন তখন চন্দ্র সূর্যেও তাঁর লক্ষণ প্রকাশিত হবে। যেমন বলা হয়েছে- “নিহ কলঙ্ক বাজে ডঙ্ক, চড়হোদিল রবি ইন্দ্রজিও। *(গ্রন্থ সাহেব, মুহল্লা ৭, ঝুলনা ৪)*

পূর্ণ শরীয়ত আল কোরআনে:

وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

অর্থ: চন্দ্র গ্রহণ হবে, সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণ হবে। সেই সময় লোকেরা বলবে আর পলায়ন করার জায়গা কই? (অর্থাৎ দলীল প্রমাণ দ্বারা অস্বীকার করার আর কোন পথ থাকবে না)। *(সুরা আল-ক্বিয়ামা ৯-১১)*

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও অনেক জ্ঞানীগুণী, আলেম ও ওলীদের লিখিত গ্রন্থেও শেষ যামানায় একটি বিশেষ গ্রহণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: (১) ফতোয়া হাদীসীয়া- হাফেয ইবনে হাজর মক্কী (২) হুজাজুল কেরামা (৩) বিহারুল আনওয়ার (৪) কাসিদা নিয়ামত উল্লাহ্ ওলী ইত্যাদি।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মাণ হয় যে, নবী করীম (সা.) যেই মাহদীর আগমনের শুভ সংবাদ দিয়ে গেছেন, তাঁর যুগে অবশ্যই সেই প্রতিশ্রুত গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মাহ্দী হওয়ার দাবী তো অনেকেই করতে পারে তবে তাদের মধ্যে যার দাবীর পর এই গ্রহণ দুটি সংঘটিত হবে তিনিই হবেন মহানবী (সা.)-এর সেই প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আ.) যেই মাহ্দীকে মহানবী (সা.) তাঁর সালাম জানিয়ে গেছেন।

সুধী পাঠক! আমরা যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ বা ইতিহাস দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই এ প্রতিশ্রুত গ্রহণ কেবলমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী দাবীর ঠিক দুই বৎসর পরেই অনুষ্ঠিত হয়। হাদীস শরীফে এই গ্রহণের যে লক্ষণ ও বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবেই এই গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হয়েছে এতে সামান্য পরিমাণও ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ভারতের উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নভোবিজ্ঞানী অধ্যাপক সালেহ্ মোহাম্মদ আলাদীন সাহেব তার সহকর্মী ড. মোহন বল্লভ গোস্বামীকে নিয়ে একযোগে এ ব্যাপারে গবেষণা করেছেন। তারা ১৮০০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রমযানে অনুষ্ঠিত গ্রহণ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণায় তারা দেখেছেন যে, এই দুই শতাব্দীতে এ পর্যন্ত সতেরো (১৭) বার সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ রমযানে হয়েছে। এগুলোর মধ্যে শুধু ১৮৯৪ সালের গ্রহণদ্বয়ই নির্ধারিত তারিখে ঘটেছে এবং কাদিয়ান থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে। সরকার পরিচালিত কলিকাতাস্থ Meteorological Department positional Astronomy Centre কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাটিতে দেখা গেছে যে, দশবার সংঘটিত এহেন গ্রহণের মধ্যে ১৮৯৪ সালের গ্রহণই শুধু কাদিয়ান থেকে দেখা যায়।

এই গ্রহণের বিশেষত্ব হল: (১) একই রমযান মাসে হওয়া (২) চন্দ্রগ্রহণের তারিখ সমূহের মধ্যে ১৩ তারিখে ও সূর্যগ্রহণের তারিখসমূহের মধ্যে ২৮ তারিখে গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়া (৩) মাহ্দী হওয়ার দাবীকারক বিদ্যমান থাকা (৫) ইমাম মাহ্দী (আ.) স্বয়ং এই গ্রহণকে তাঁর সত্যতার নিদর্শনরূপে দাবী করা।

প্রতিশ্রুত মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৫ সালে। ১৮৮২ সালে তিনি মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার দাবী করেন। ১৮৯১ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হওয়ার দাবী করেন। তিনি (আ.) তাঁর সত্যতা প্রমাণে অনেক দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যুগের অবস্থাই তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট ছিল। তারপরেও তিনি তাঁর সত্যতা প্রমাণে ইশতেহার, বিজ্ঞাপন, পত্রাবলি ও পুস্তকের সাহায্যে কুরআন, হাদীস ও বুযুর্গানেদ্বীন প্রণীত পুস্তকের আলোকে নিজের দাবীর সত্যতার দলীল দেন। তাঁর সত্যতার প্রমাণে কুরআন ও হাদীসের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু এতসব ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে পূর্ণ হওয়ার পর ও দীলল-প্রমাণ উপস্থাপন করা সত্ত্বেও মোল্লা-মৌলবীরা হৈ চৈ করে বলতে লাগলেন যে, 'আমরা এত সহজে মানব না'। যদি এই দাবীকারকের সমর্থনে একই রমযান মাসে আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ লাগে তবেই আমরা মানতে পারি'। হযরত মির্যা সাহেব তখন তাদের এই দাবীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করলেন "হে খোদা, আমি কি তোমার পক্ষ থেকে নই ? ...'ফাফ্তাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা কাউমিনা বিল হাক্কে ওয়া আন্তা খায়রুল ফাতেহীন' অর্থাৎ আমার ও আমার জাতির মধ্যে তুমি সত্য সহকারে ফয়সালা কর কেননা তুমিই উৎকৃষ্ট মীমাংসাকারী। *(নূরুল হক, ১ম খন্ড)*

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই দোয়া কবুল করেন। তিনি যদি সত্য মাহ্দী নাই হতেন তাহলে তাঁর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লার এই ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন কি আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদার পরিপন্থী ছিল না? যেখানে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছেন যে, কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসার মিথ্যা দাবী করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে ধ্বংস করে দিবেন। (সুরা আল- হাক্কা: ৪৫-৪৮)। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৯১ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হওয়ার দাবী করেন। ১৮৯৪ সালে অর্থাৎ ১৩১১ হিজরী সনের রমযান মাসের ১৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টা থেকে রাত ৯-৩০ মিনিট পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখ সকাল ৯টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত সংঘটিত হয় সূর্যগ্রহণ। রমযানের ১৩ ও ২৮ তারিখ ছিল যথাক্রমে ২১ মার্চ ও ৬ এপ্রিল। এই গ্রহণের সংবাদ তৎকালীন আজাদ, পাইওনিয়ার এবং মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় ছাপা হয়।

এই গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার

হাতে আমার প্রাণ, তিনি আমার সত্যতার জন্য আকাশে নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। .....আমি খানা কা'বায় দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে বলতে পারি যে, এই নিশান আমার সত্যতার জন্য"। *(হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ৪৫)*

এই গ্রহণের পর মৌলবী সাহেবরা হতভম্ভ হয়ে গেলেন। তাদের চেহারা মলিন হয়ে গেল। এরপরও তারা এই জাজ্বল্যমান সত্যকে মানতে রাজী হলেন না। তারা এখন একটি নতুন বাহানা বানাল। তারা বলতে লাগলো 'চন্দ্রগ্রহণ' হবে রমযানের প্রথম তারিখে কিন্তু এই গ্রহণ হয়েছে রমযানের ১৩ তারিখে। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। 'আমরা মির্যা সাহেবকে মানি না, মানব না।' মসীহে মওউদ (আ.) এর উত্তরে বলেন যে, 'প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মে চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্ধারিত রাতগুলির প্রথম রাত অর্থাৎ ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হওয়া।' *(নূরুল হক, ২য় খন্ড)*

এখানে উল্লেখ্য যে, এই হাদীসে চন্দ্রের জন্য 'কমর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক থেকে তৃতীয় দিনের চাঁদকে আরবীতে 'হেলাল' বলে। চার থেকে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত পূর্ণিমা ছাড়া সকল দিনকে বলা হয় কমর। আর আরবীতে পূর্ণিমাকে বলা হয় 'বদর'। (আকরাবুল মুয়ারেদ)। অতএব হাদীসে যেহেতু 'কমর' শব্দ এসেছে সেহেতু এই গ্রহণ কখনও প্রথম দিনের অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চাঁদে হতে পারে না। প্রথম দিনের চাঁদ তো অনেক সময় দেখাই যায় না। ঈদ ও রমযানের চাঁদ দেখা নিয়ে কতই না মতভেদ দেখা যায় জনগনের মাঝে। সরু-বক্র-ক্ষীণ চাঁদে কি গ্রহণ দর্শন সম্ভব? কখনোই না। প্রথম তারিখের হেলাল বা নয়া চাঁদে গ্রহণ লাগলে (যদিও তা সম্ভব নয়) তা মানুষের চোখে পড়ার আগেই ডুবে যাবে এবং এ কারণেই তা পৃথিবীর মানুষের জন্য আসমানী নিদর্শন হতে পারে না।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্য মাহ্দীর জন্য এই ঐশী নিদর্শন এমনভাবে প্রদর্শন করলেন যে, বিরোধীদের মুখে তালা লেগে গেল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এ নিদর্শন প্রদর্শিত হওয়ার সময় অনেক মোল্লা-মৌলবী বাড়ীর ছাদে উঠে যখন এই নিদর্শন দেখেছিল তখন চিৎকার করে এ কথা বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! তুমি একি করলে? এখন তো মির্যা সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে। বিরোধীদের এটাই সুন্নত যে, তারা যতই নিদর্শন দেখুক তারা তাদের বিরোধীতায় অটল থাকে। এই নিদর্শন প্রদর্শনের পর শুধুই যে বিরোধীতা হয়েছে তা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার অনেক সাধু প্রকৃতির বান্দা তাঁর সত্য মাহ্দীকে মান্য করার তৌফিক লাভ করেছে (আলহামদুলিল্লাহ্)।

১৮৯৪ সালে এই প্রতিশ্রুত গ্রহণ দু'টি পূর্ণ মর্যাদার সাথে প্রকাশিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই সত্য মাহ্দীর সত্যতা আরো স্পষ্ট করে পৃথিবীবাসির সম্মুখে উন্মোচন করার জন্য মাত্র এক বছরের ব্যবধানে আরেকবার এই নিদর্শন প্রদর্শন করেন ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে। এই গ্রহণ দু'টির মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয় ১১ মার্চ এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় ২৬ মার্চ। তারিখ দুটি ছিল যথাক্রমে ১৩১২ হিজরী সনের রমযানের ১৩ তারিখ ও ২৮ তারিখ।

এই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এই নিদর্শন মানবীয় শক্তির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের এই নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই যেভাবে রসূলে আকরাম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তেরশত বৎসর পরে জ্যোতিষ্কমন্ডলীতে সংঘটিত এই ঘটনা প্রমাণ করেছে যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী যাকে রসূলুল্লাহ (সা.) 'আমার মাহ্দী' বলে সম্বোধন করেছেন এবং যাকে তাঁর সালাম পৌঁছাতে বলেছেন।

অতএব আজ আমরা যারা এসব ঐশী নিদর্শনের সত্যতা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে সত্য মাহ্দীর জামাতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আমাদের দায়িত্ব আমরা যেন প্রকৃত অর্থেই তাঁর বয়াতের শর্তসমূহ পালনকারী হতে পারি এবং সত্য মাহ্দীর এই সংবাদ নিজ সাধ্যমত অন্যদের মধ্যে যারা এখনও তাঁর আগমনের সংবাদ পায় নি বা তাঁর জামাতে অন্তর্ভূক্ত হয় নি তাদের কাছে প্রচার করতে সচেষ্ট হই, মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন। আর এখনো যারা এই প্রতিশ্রুত সত্য মাহ্দীকে মান্য করেন নি তাদের কাছে নিবেদন, আপনারা রসূলুল্লাহ্র (সা.) সেই ভবিষ্যদ্বানীর সত্যায়নে প্রদর্শিত ঐশী নিদর্শনের সত্যতা বিচার বিশ্লেষণ করে যামানার ইমাম সত্য মাহ্দীর হাতে বয়াত গ্রহন করুন এবং তাঁর কাছে নবী করীম (সা.)-এর সালাম পৌঁছে দিয়ে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করুন ও প্রকৃত ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিন। আল্লাহু নি'মাল মওলা ও নি'মান্ নাসীর।